গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
www.ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২০৪

তারিখ: ১ শ্রাবণ ১৪২৭
১৬ জুলাই ২০২০

বিষয়: **দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।**

সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নাই।

আজ ১৬.০৭.২০২০ ইং তারিখ সকাল ৯:৩০টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস:
খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চল সমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আজ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

সিনপটিক অবস্থাঃ মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর কম সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী অবস্থায় বিরাজ করছে।

পূর্বাভাসঃ ময়মনসিংহ, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন): এই সময়ের শেষার্ধে বৃষ্টিপাতের প্রবনতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৩.৮	৩১.৮	৩৩.০	৩৩.৫	৩৪.৫	৩৪.০	৩৪.৪	৩৩.০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৩.২	২৭.১	২৪.৮	২৫.৫	২৬.৫	২৫.৪	২৬.৪	২৬.২

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাজশাহী ও ঈশ্বরদী ৩৪.৫° এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিকলি ২৩.২° সেঃ।

(সূত্রঃবাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা)

বন্যা সংক্রান্ত তথ্যঃ

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় গত কয়েকদিন যাবৎ অতিবৃষ্টিজনিত উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলের কারণে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এতে দেশের শাখা-প্রশাখাসহ ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৮০০ নদ-নদী বিপুল জলরাশি নিয়ে ২৪,১৪০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা দখল করে দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রতি বছরই বর্ষা মৌসুমে প্রবল বৃষ্টিপাত এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে প্রবাহিত পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিভিন্ন নদ-নদী পানিতে ভরপুর হয়ে নদীর তীর, বাঁধসমূহে ভাঙ্গন দেখা দেয় এবং মানুষ, ঘরবাড়ী, গবাদি পশুসহ আরো অনেক ক্ষতি সাধিত হয়।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের তথ্য অনুসারে এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতিঃ

- ব্রহ্মপুত্র নদের পানি সমতল স্থিতিশীল রয়েছে, অপরদিকে যমুনা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র নদের পানি সমতল হ্রাস পাওয়া শুরু করতে পারে ও যমুনা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল হয়ে যেতে পারে।
- গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- কুশিয়ারা ব্যতিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আপার মেঘনা অববাহিকার প্রধান নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, যা আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় সিলেট, সুনামগঞ্জ ও কুড়িগ্রাম জেলার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে, অপরদিকে গাইবান্ধা, বগুড়া, জামালপুর, নাটোর ও নওগাঁ জেলার বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারিপুর, শরীয়তপুর, রাজবাড়ি ও ঢাকা জেলার নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে।

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	১০১	গেজ পাঠ পাওয়া যায়নি	০০
বৃদ্ধি	৫৫		
হ্রাস	৪৫	**বিপদসীমার উপরে**	২২
অপরিবর্তিত	০১		

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র)

বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত স্টেশন ০২ শ্রাবণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৬ জুলাই ২০২০ খৃঃ সকাল ৯.০০ টার তথ্য অনুযায়ী):

ক্রঃ নং	জেলার নাম	পানি সমতল স্টেশন	নদীর নাম	আজকের পানি সমতল (মিটার)	বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) (সে.মি.)	বিপদসীমা (মিটার)	বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
০১	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম	ধরলা	২৭.২৫	-১৫	২৬.৫০	+৭৫
০২	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা	ঘাগট	২২.৬৩	+০৩	২১.৭০	+৯৩
০৩	বগুড়া	চকরহিমপুর	করতোয়া	২০.২১	+৪৭	২০.১৫	+০৬
০৪	কুড়িগ্রাম	নুনখাওয়া	ব্রহ্মপুত্র	২৭.৪৩	-০৩	২৬.৫০	+৯৩
০৫	কুড়িগ্রাম	চিলমারী	ব্রহ্মপুত্র	২৪.৭০	+০২	২৩.৭০	+১০০
০৬	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি	যমুনা	২১.০৬	+০৪	১৯.৮২	+১২৪
০৭	জামালপুর	বাহাদুরাবাদ	যমুনা	২০.৭৯	+০৪	১৯.৫০	+১২৯
০৮	বগুড়া	সারিয়াকান্দি	যমুনা	১৭.৯৫	+১০	১৬.৭০	+১২৫
০৯	সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর	যমুনা	১৬.৪৪	+২০	১৫.২৫	+১১৯
১০	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	যমুনা	১৪.২৫	+১৯	১৩.৩৫	+৯০
১১	মানিকগঞ্জ	আরিচা	যমুনা	৯.৯০	+২৭	৯.৪০	+৫০
১২	নাটোর	সিংড়া	গুড়	১৩.১৮	+১০	১২.৬৫	+৫৩
১৩	সিরাজগঞ্জ	বাঘাবাড়ি	আত্রাই	১১.১৫	+২১	১০.৪০	+৭৫
১৪	টাংগাইল	এলাসিন	ধলেশ্বরী	১২.২০	+২৫	১১.৪০	+৮০

১৫	নওগাঁ	নওগাঁ	ছোট যমুনা	১৫.৩৫	+১২	১৫.২৫	+১০
১৬	নওগাঁ	আত্রাই	আত্রাই	১৪.৩৮	+১১	১৩.৭২	+৬৬
১৭	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	পদ্মা	৯.৫০	+২৪	৮.৬৫	+৮৫
১৮	মুন্সিগঞ্জ	ভাগ্যকুল	পদ্মা	৬.৭২	+১৪	৬.৩০	+৪২
১৯	মুন্সিগঞ্জ	মাওয়া	পদ্মা	৬.৫০	+১৫	৬.১০	+৪০
২০	সিলেট	কানাইঘাট	সুরমা	১৩.২৪	-১৩	১২.৭৫	+৪৯
২১	সিলেট	অমলশীদ	কুশিয়ারা	১৬.০৯	+৪৬	১৫.৪০	+৬৯
২২	সুনামগঞ্জ	দিরাই	পুরাতন সুরমা	৬.৭৯	-০৭	৬.৫৫	+২৪

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র)

বৃষ্টিপাতের তথ্য

গত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেকে আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত) :

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
সুনামগঞ্জ	৯০.০	শ্রীমঙ্গল	৪৪.০

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র)

গত ২৪ ঘন্টায় ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিকিম, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (বৃষ্টিপাত: মি.মি.):

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
জলপাইগুঁড়ি	৮৬.০	চেরাপুঞ্জি	৫৮.০	পাসিঘাট	৫২.০

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র)

বর্তমানে বন্যা পরিস্থিতিঃ

গত ২৭/০৬/২০২০খ্রিঃ তারিখ হতে অতিবৃষ্টি ও নদ-নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে দেশের কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, রংপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জামালপুর, টাংগাইল, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর ও ফরিদপুর জেলায় নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। আজ (১৬/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ) কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, টাংগাইল, জামালপুর, নেত্রকোনা, সিলেট, সুনামগঞ্জ এই ১৪ টি জেলার ২২ টি পয়েন্টে নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের জুলাই ২০২০ এর দীর্ঘ মেয়াদী আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

- জুলাই, ২০২০ মাসে বঙ্গোপসাগরে ১-২টি বর্ষাকালীন লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে যার মধ্যে ১ (এক) টি বর্ষাকালীন নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে।
- জুলাই, ২০২০ মাসে বাংলাদেশে সার্বিকভাবে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হতে পারে।
- জুলাই, ২০২০ মাসে মৌসুমী ভারী বৃষ্টিপাতজনিত কারণে দেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-মধ্যাঞ্চল এবং মধ্যাঞ্চলের কতিপয় স্থানে মধ্যমেয়াদী বন্যা পরিস্থিতি বিরাজ করতে পারে।
- অপরদিকে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কতিপয় স্থানে স্বল্পমেয়াদী বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ১৬ জুলাই ২০২০ এর আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

- মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত

বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর কম সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী অবস্থায় বিরাজ করছে।

- ময়মনসিংহ, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনাসভাঃ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস এরসভাপতিত্বে গত ১২.০৭.২০২০ তারিখে বিকাল ৩.০০ টায় বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য একটি সভা জুমের মাধ্যমে অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মহসিন, ঢাকা, রা জশাহী, রংপুর, সিলেট এবং ময়মনসিংহ বিভাগের কমিশনারগণসহ বন্যাপ্রবণ ১৫ টি জেলার জেলা প্রশাসকগণ সংযুক্ত হয়ে আ লোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সকল কমিশনার এবং জেলাপ্রশাসকগণ নিজ নিজ এলাকার বন্যা পরিস্থিতির সার্বিক অবস্থা তুলে ধরেন। বন্য পরিস্থিতি এখনও ভয়াবহ রুপ ধারণ করেনি তবে যে কোন সময় পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে বলে সকলে ম ত প্রকাশ করেন। প্রত্যেকেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে যথেষ্ট পরিমাণ ত্রাণ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে বলে মত প্র দান করেন।

আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভাঃ

গত ০৯/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ১২.০০টায় বন্যার পূর্বাভাস অনুযায়ী পূর্ব প্রস্তুতি ও করণীয় বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে (জুম পদ্ধতিতে) আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল (ক)বন্যার পূর্বাভাস অনুযায়ী পূর্ব প্রস্তুতি ও করণীয়, (খ) ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ক্ষয়ক্ষতি ও করনীয় এবং (গ) বিবিধ।

সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্টের মহাসচিব, এফএফডব্লিউসি এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালকবৃন্দসহ কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ জুম মিটিং এ সংযুক্ত হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মহসিন এর সঞ্চালনায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভা পরিচালিত হয়।

আজ ১৬ ই জুলাই, ২০২০ তারিখে বন্যা আক্রান্ত জেলা প্রশাসনসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

- উপদ্রুত জেলার সংখ্যা- ১৮ টি (লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, রংপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জামালপুর, টাংগাইল, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর, ফরিদপুর, নেত্রকোনা, ফেনী ও নওগাঁ)
- উপদ্রুত উপজেলার সংখ্যা- ৯২ টি
- উপদ্রুত ইউনিয়নের সংখ্যা- ৫৩৫ টি
- পানিবন্দি পরিবারের সংখ্যা- ৪,৮৭,৩৭৬ টি
- ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা- ২২,৪৬,৪২৭ জন
- বন্যায় এ পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা- ০৭ জন
- ক্ষতিগ্রস্ত লোকের মধ্যে জি, আর (চাল) বিতরণ করা হয়েছে ৪,৮৫০.৬৫৫ মেট্রিক টন
- ক্ষতিগ্রস্থ লোকের মধ্যে নগদ ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে ১,৯১,৪২,২০০/- টাকা।
- শিশুখাদ্য বাবদ বিতরণের পরিমান ২১,০০,০০০ টাকা।
- গো-খাদ্য বাবদ বিতরণের পরিমান ২১,০০,০০০/- টাকা

- শুকনা খাবার বিতরণের পরিমান ৩৫,৮২২ প্যাকেট।
- ঢেউটিন বিতরণের পরিমান ৮০ বান্ডিল।
- বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন-বন্যা, নদীভাংগন, পাহাড়ী ঢল, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি কারণে) ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দের পরিমান-

  * ১৪/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ৬০,০০,০০০/- (ষাট লক্ষ০ টাকার ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

- ১২/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখে শরিয়তপুর-২ নির্বাচনী এলাকায় ১০০ (একশত) বান্ডিল ঢেউটিন এবং ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা গৃহমঞ্জুরী বাবদ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

  * ০৯/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে ২৬,০০০ (ছাব্বিশ হাজার) প্যাকেট শুকনা খাবার বরাদ্দ করা হয়েছে।
  * ০৯/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা এবং শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা এবং শুকনা ও অন্যান্য খাবার বাবদ ৮,০০০ (আট হাজার) বস্তা/প্যাকেট বরাদ্দ প্রদান ক রা হয়েছে ।
  * ০৬/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে ত্রাণ কার্য (চাল) ৪,০০০ (চার হাজার) মেঃটন চাল এবং ত্রাণ কার্য (নগদ) ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ০৬/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ ১৬,০০,০০০/- (ষোল লক্ষ) টাকা এবং শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ ১৬,০০,০০০/- (ষোল লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে
  * ০৫/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ ২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ) টাকা এবং শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ ২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং
  * ০৪/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে ত্রাণ কার্য (চাল) ১০,৯০০ (দশ হাজার নয়শত) মেঃটন চাল এবং ত্রাণ কার্য (নগদ) ১,৭৩,০০,০০০/- (এক কোটি তিয়াত্তর লক্ষ) টাকা, ২৪,০০০/- (চব্বিশ হাজার) বস্তা/প্যাকেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;

- **বন্যা উপদ্রুত ১৮ টি জেলায় পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী ও টাকা মজুদ আছে।**

- **আজ ১৬ জুলাই, ২০২০ তারিখে বন্যা আক্রান্ত জেলা প্রশাসনসমূহ থেকে প্রাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্যের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ**

  * বন্যা কবলিত ১৮টি জেলায় মোট ১৫৪৪ টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে;

  * উক্ত আশ্রয়কেন্দ্রে ২৩৪১২ জন পুরুষ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন;

  * মোট ২০৮৯৫ মহিলা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন;

  * ১৩১০০ জন শিশু আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন;

  * প্রতিবন্ধী ১৩৫ জন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন;

  * ৩৪৬৪৮ টি গরু/মহিষ ও ২১৪২৬ টি ছাগল/ভেড়া আশ্রয়কেন্দ্রে আনা হয়েছে;

  * অন্যান্য গৃহপালিত পশু ১৩০ টি আশ্রয় গ্রহণ করেছেন;

  * বন্যা কবলিত জেলায় ৫৮৭ টি মেডিকেল টিম গঠন এবং ১৯৮ টি মেডিকেল টিম চালু করা হয়েছে।

২। বন্যায় মানবিক সহায়তার বিবরণঃ

(ক) সাম্প্রতিক অতিবর্ষণজনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের নিমিত্ত নিম্ন বর্ণিত জেলাসমূহের নামের পাশে উল্লিখিত ত্রাণ কার্য (নদগ) টাকা প্রদান করা হয়েছেঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দের পরিমান (টাকা)
১।	টাঙ্গাইল	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
২।	মাদারীপুর	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
৩।	জামালপুর	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
৪।	সিরাজগঞ্জ	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
৫।	বগুড়া	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
৬।	রংপুর	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
৭।	কুড়িগ্রাম	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
৮।	নীলমাফামারী	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
৯।	গাইবান্ধা	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১০।	লালমনিরহাট	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১১।	সিলেট	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১২।	সুনামগঞ্জ	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
মোট		৬০,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ)

(সূত্র ১: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৪৪, তারিখঃ ১৪-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(খ) সাম্প্রতিক বন্যাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি-ঘর মেরামত/পুনঃ নির্মাণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ছকে শরীয়তপুর-২ নির্বাচনী এলাকার জন্য **জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর এর অনুকূলে বরাদ্দের বিবরণঃ**

ক্রঃ নং	জেলার নাম	নির্বাচনী এলাকা	ঢেউ টিন বরাদ্দের পরিমান (বান্ডিল)	গৃহ মঞ্জুরী বরাদ্দেরপরিমান (টাকা)
০১	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর-২	১০০ (একশত)	৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ)

(সূত্র: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৪২, তারিখঃ ১২-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(গ) সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত জেলাসমূহের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ শুকনা ও অন্যান্য খাবার **নিম্নবর্ণিত শর্তে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দ করা হয়েছেঃ**

ক্রঃনং	**জেলার নাম**	**শুকনা খাবার বরাদ্দের পরিমান (প্যাকেট)**
০১.	রংপুর	২,০০০ (দুই হাজার)
০২.	কুড়িগ্রাম	২,০০০ (দুই হাজার)
০৩.	গাইবান্ধা	২,০০০ (দুই হাজার)
০৪.	নীলফামারী	২,০০০ (দুই হাজার)
০৫.	লালমনিরহাট	২,০০০ (দুই হাজার)
০৬.	সিলেট	২,০০০ (দুই হাজার)
০৭.	সুনামগঞ্জ	২,০০০ (দুই হাজার)
০৮.	মৌলভীবাজার	২,০০০ (দুই হাজার)
০৯.	বগুড়া	২,০০০ (দুই হাজার)
১০.	সিরাজগঞ্জ	২,০০০ (দুই হাজার)
১১.	জামালপুর	২,০০০ (দুই হাজার)

১২.	টাংগাইল	২,০০০ (দুই হাজার)
১৩.	মাদারীপুর	২,০০০ (দুই হাজার)
মোট		২৬,০০০ (ছাব্বিশ হাজার)

(সূত্র: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩৯, তারিখঃ ০৯-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(ঘ) সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত জেলাসমূহের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ শুকনা ও অন্যান্য খাবার, গো-খাদ্য ও শিশুখাদ্য ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ নিম্নবর্ণিত শর্তে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দের জন্য তাঁর বরাবর নির্দেশক্রমে ছাড় করা হয়েছে।

ক্র.নং	জেলার নাম	গো-খাদ্য ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	শিশুখাদ্য ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দের পরিমাণ (বস্তা/ প্যাকেট)
১	রাজবাড়ী	২,০০,০০০/- (দু্ই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দু্ই লক্ষ)	২,০০০ (দু্ই হাজার)
২	মুন্সিগঞ্জ	২,০০,০০০/- (দু্ই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দু্ই লক্ষ)	২,০০০ (দু্ই হাজার)
৩	মানিকগঞ্জ	২,০০,০০০/- (দু্ই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দু্ই লক্ষ)	২,০০০ (দু্ই হাজার)
৪	চাঁদপুর	২,০০,০০০/- (দু্ই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দু্ই লক্ষ)	২,০০০ (দু্ই হাজার)
	মোট=	৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ)	৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ)	৮,০০০ (আট হাজার)

(সূত্র: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩৮, তারিখঃ ০৯-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(ঙ) সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ০৬/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে নিম্নবর্ণিত জেলাসমূহের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ ত্রাণ কার্য (চাল) এবং ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দ প্রদানের জন্য ছাড় করা হয়েছে।

ক্রঃনং	জেলার নাম	ত্রাণ কার্য (চাল)বরাদ্দের পরিমাণ (মেঃ টন)	ত্রাণ কার্য (নগদ)বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
০১.	টাংগাইল	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০২.	মাদারীপুর	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০৩.	শরীয়তপুর	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০৪.	নেত্রকোনা	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০৫.	জামালপুর	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০৬.	চাঁদপুর	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০৭.	নোয়াখালী	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০৮.	লক্ষ্মীপুর	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০৯.	রাজশাহী	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১০.	সিরাজগঞ্জ	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১১.	বগুড়া	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১২.	রংপুর	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১৩.	কুড়িগ্রাম	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১৪.	নীলফামারী	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১৫.	গাইবান্ধা	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১৬.	লালমনিরহাট	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১৭.	সিলেট	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)

১৮.	মৌলভীবাজার	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১৯.	হবিগঞ্জ	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
২০.	সুনামগঞ্জ	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
	মোট=	৪,০০০ (চার হাজার)	১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি)

(সূত্র: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩২, তারিখঃ ০৬-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(চ) সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ০৬/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে নিম্নবর্ণিত জেলাসমূহের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ শুকনা ও অন্যান্য খাবার, গো-খাদ্য ও শিশুখাদ্য ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ নিম্নবর্ণিত শর্তে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দের জন্য ছাড় করা হয়েছে।

ক্রঃনং	জেলার নাম	শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দের পরিমাণ (প্যাকেট)	গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
০১.	শরীয়তপুর	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
০২.	নেত্রকোনা	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
০৩.	চাঁদপুর	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
০৪.	নোয়াখালী	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
০৫.	লক্ষ্মীপুর	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
০৬.	রাজশাহী	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
০৭.	মৌলভীবাজার	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
০৮.	হবিগঞ্জ	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
	মোট=	১৬,০০০ (ষোল হাজার)	১৬,০০,০০০/- (ষোল লক্ষ)	১৬,০০,০০০/- (ষোল লক্ষ)

(সূত্র: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩৩, তারিখঃ ০৬-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(ছ)

সাম্প্রতিক ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নবর্ণিত জেলার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ মানবিক সহায়তা হিসেবে ০৫/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে গো-খাদ্য এবং শিশুখাদ্য ক্রয়ের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বরাবর ছাড় করা হয়েছেঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
১।	রংপুর	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
২।	কুড়িগ্রাম	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৩।	গাইবান্ধা	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৪।	নীলফামারী	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৫।	লালমনিরহাট	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৬।	সিলেট	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৭।	সুনামগঞ্জ	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৮।	বগুড়া	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৯।	সিরাজগঞ্জ	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
১০।	জামালপুর	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
১১।	টাংগাইল	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
১২।	মাদারীপুর	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
মোট		২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ)	২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ)

(সূত্র ১: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩০, তারিখঃ ০৫-০৭-২০২০ খ্রিঃ

(সূত্র ২: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩১, তারিখঃ ০৫-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(জ) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন-বন্যা, নদীভাংগন, পাহাড়ী ঢল, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি কারণে) ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ০৪/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে ত্রাণ কার্য (চাল) ১০,৯০০ (দশ হাজার নয়শত) মেঃটন চাল এবং ত্রাণ কার্য (নগদ) ১,৭৩,০০,০০০/- (এক কোটি তিয়াত্তর লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রঃনং	জেলার নাম	ক্যাটাগরি	ত্রাণ কার্য (চাল)বরাদ্দের পরিমাণ (মেঃটন)	ত্রাণ কার্য (নগদ)বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
০১.	**ঢাকা**	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
০২.	নারায়নগঞ্জ	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
০৩.	গাজীপুর	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
০৪.	মুন্সিগঞ্জ	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
০৫.	মানিকগঞ্জ	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
০৬.	টাংগাইল	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
০৭.	নরসিংদী	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
০৮.	ফরিদপুর	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
০৯.	মাদারীপুর	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
১০.	গোপালগঞ্জ	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
১১.	**শরীয়তপুর**	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
১২.	রাজবাড়ী	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
১৩.	কিশোরগঞ্জ	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
১৪.	**ময়মনসিংহ**	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
১৫.	নেত্রকোনা	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
১৬.	জামালপুর	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
১৭.	শেরপুর	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
১৮.	**চট্রগ্রাম**	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
১৯.	কক্সবাজার	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২০.	রাংগামাটি	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২১.	খাগড়াছড়ি	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২২.	কুমিল্লা	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২৩.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২৪.	চাঁদপুর	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২৫.	নোয়াখালী	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২৬.	ফেনী	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
২৭.	লক্ষ্মীপুর	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
২৮.	বান্দরবান	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
২৯.	**রাজশাহী**	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৩০.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৩১.	নওগাঁ	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৩২.	নাটোর	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৩৩.	পাবনা	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৩৪.	সিরাজগঞ্জ	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৩৫.	বগুড়া	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৩৬.	জয়পুরহাট	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৩৭.	**রংপুর**	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০

৩৮.	কুড়িগ্রাম	Aশ্রেণি	২০০.০০	৩০০০০০
৩৯.	নীলফামারী	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪০.	গাইবান্ধা	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪১.	লালমনিরহাট	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪২.	দিনাজপুর	B শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৪৩.	ঠাকুরগাঁও	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪৪.	পঞ্চগড়	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪৫.	**খুলনা**	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৪৬.	বাগেরহাট	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৪৭.	সাতক্ষীরা	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪৮.	যশোর	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৪৯.	ঝিনাইদহ	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৫০.	মাগুরা	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
৫১.	নড়াইল	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
৫২.	কুষ্টিয়া	Aশ্রেণি	২০০.০০	৩০০০০০
৫৩.	মেহেরপুর	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
৫৪.	চুয়াডাংগা	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
৫৫.	**বরিশাল**	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৫৬.	পটুয়াখালী	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৫৭.	ভোলা	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৫৮.	পিরোজপুর	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৫৯.	বরগুনা	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৬০.	ঝালকাঠি	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
৬১.	**সিলেট**	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৬২.	মৌলভীবাজার	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৬৩.	হবিগঞ্জ	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৬৪.	সুনামগঞ্জ	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
		মোট=	১০,৯০০.০০০ (দশ হাজার নয়শত) মেঃটন	১,৭৩,০০,০০০/- (এক কোটি তিয়াত্তর লক্ষ) টাকা

(সূত্রঃ মন্ত্রণালয়ে ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২২৭, তারিখঃ ০৪-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(ঝ) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন-বন্যা, নদীভাংগন, পাহাড়ী ঢল, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি কারণে) ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ০৪/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে নিম্নবর্ণিত জেলাসমূহের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ প্রদানের জন্য ছাড় করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	জেলার নাম	শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দের পরিমাণ (বস্তা/ প্যাকেট)
১।	রংপুর	২,০০০/- (দুই হাজার)
২।	কুড়িগ্রাম	২,০০০/- (দুই হাজার)
৩।	গাইবান্ধা	২,০০০/- (দুই হাজার)
৪।	নীলফামারী	২,০০০/- (দুই হাজার)
৫।	লালমনিরহাট	২,০০০/- (দুই হাজার)
৬।	সিলেট	২,০০০/- (দুই হাজার)
৭।	সুনামগঞ্জ	২,০০০/- (দুই হাজার)
৮।	বগুড়া	২,০০০/- (দুই হাজার)
৯।	সিরাজগঞ্জ	২,০০০/- (দুই হাজার)

১০।	জামালপুর	২,০০০/- (দুই **হাজার**)
১১।	টাংগাইল	২,০০০/- (দুই **হাজার**)
১২।	মাদারীপুর	২,০০০/- (দুই **হাজার**)
মোট=		২৪,০০০/- (চব্বিশ **হাজার**)

(সূত্রঃ মন্ত্রণালয়ে ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২২৮, তারিখঃ ০৪-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(ঞ) সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১৬/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে নিম্নবর্ণিত জেলাসমূহের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ ত্রাণকার্য চাল, ত্রাণ কার্য নগদ, শুকনা ও অন্যান্য খাবার, গো-খাদ্য ও শিশুখাদ্য ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ নিম্নবর্ণিত শর্তে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দের জন্য ছাড় করা হলোঃ

ক্রঃনং	জেলার নাম	ত্রাণ কার্য (চাল) বরাদ্দের পরিমাণ (মে:টন)	ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দের পরিমাণ (প্যাকেট)
০১.	নওগাঁ	১৫০ (একশত পঞ্চাশ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০০, (দুই হাজার)
০২.	নেত্রকোনা	১৫০ (একশত পঞ্চাশ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	--	--	২,০০০, (দুই হাজার)
০৩.	জামালপুর	--	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	--	--	
মোট=		৩০০ (তিনশত)	৬,০০,০০০০/- (ছয় লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	৪,০০০ (চার হাজার)

(সূত্রঃ মন্ত্রণালয়ে ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৪৫, তারিখঃ ১৬-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

*** বন্যা সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদন বিকাল ৪.০০ টায় প্রদান করা হয়।**

অগ্নিকান্ডঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য (মোবাইল এসএমএস) থেকে জানা যায়, ১৪/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা থেকে ১৫/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা পর্যন্ত সারাদেশে মোট ৫ টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগভিত্তিক অগ্নিকান্ডে নিহত ও আহতের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা
১।	ঢাকা	১	০	০
২।	ময়মনসিংহ	২	০	০
৩।	বরিশাল	০	০	০
৪।	সিলেট	০	০	০
৫।	রাজশাহী	১	০	০
৬।	রংপুর	১	০	০
৭।	চট্টগ্রাম	০	০	০
৮।	খুলনা	০	০	০
	মোট	**৫**	**০**	**০**

করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্যঃ

১। বিশ্ব পরিস্থিতিঃ

গত ১১/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ জেনেভাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর হতে বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে বিশ্ব মহামারী ঘোষনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ রোগটি বিস্তার লাভ করেছে। এ রোগে বহুলোক ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। কয়েক লক্ষ মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৫/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ এর করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত Situation Report অনুযায়ী সারা বিশ্বের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	বিশ্ব	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
০১	মোট আক্রান্ত	১,৩১,৫০,৬৪৫	১২,৩১,০১৪
০২	২৪ ঘন্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা	১,৮৫,৮৩৬	২৯,৩৬৩
০৩	মোট মৃত ব্যক্তির সংখ্যা	৫,৭৪,৪৬৪	৩০,৫৭০
০৪	২৪ ঘন্টায় নতুন মৃত্যুর সংখ্যা	৪,১৭৬	৬৭০

২। বাংলাদেশ পরিস্থিতিঃ

বাংলাদেশে প্রথম করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে গত ৮মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে। গত ১৬ই এপ্রিল, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৬১ নং আইন) এর ১১ (১) ধারার ক্ষমতাবলে সমগ্র বাংলাদেশকে সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ্ ইমার্জেন্সী অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট সেল হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পরীক্ষা, সনাক্তকৃত রোগী, রিকোভারী এবং মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য (১৬/০৭/২০২০খ্রিঃ):

	গত ২৪ ঘন্টা	অদ্যাবধি
কোভিড-১৯ পরীক্ষা হয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা	১২,৮৮৯	৯,৯৩,২৯১
পজিটিভ রোগীর সংখ্যা	২,৭৩৩	১,৯৬,৩২৩
রিকোভারীপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	১,৯৪০	১,০৬,৯৬৩
কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা	৩৯	২,৪৯৬

*** করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদন বিকাল ৫ টায় প্রদান করা হয়।**

*** বন্যা সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদন বিকাল ৪.০০ টায় প্রদান করা হয়।**

১৬-৭-২০২০
কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ফোন: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬
ইমেইল:
controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১
এনডিআরসিসি অনুবিভাগ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২০৪/১(১৬৬)

তারিখ: ১ শ্রাবণ ১৪২৭
১৬ জুলাই ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল: জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে।

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৪) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৬) মহাপরিচালক , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৭) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৮) পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯) জেলা প্রশাসক (সকল)
১০) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১১) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (সকল)
১২) উপ-পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

১৬-৭-২০২০
কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা